"উৎপাদন বাড়াও নয় ধ্বংস হও"—কংগ্রেসী বুলি

অথচ

মিল বন্ধ করে হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | বুধবার ১৯শে এপ্রিল, ১৯৫০, ৬ই বৈশাখ, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

কংগ্রেসী সরকারের প্রচার দপ্তর-গুলি চিৎকার করে চলেছে—"উৎপাদন বাড়াও নয় ধ্বংস হও।" এই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমজীবি মানুষের ওপর জুলুমবাজী চলেছে নির্বিচারে। ফলে শ্রমিক কর্মচারীর বেলায় এই আওয়াজ বদলিয়ে দাঁড়িয়েছে —"উৎপাদন বাড়াও এবং ধ্বংস হও।"

দেশের লোক কাপড়ের অভাবে উলঙ্গপ্রায়; যুদ্ধের আগে যেখানে জনপ্রতি গড়ে ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার করতে পারত এখন তা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১১ গজে। এই হিসেবের মধ্যে বড় লোকদের ব্যবহারও ধরা হয়েছে। তারা স্বভাবতই ১১ গজের চেয়ে অনেক বেশী কাপড় ব্যবহার করেছে তবুও গড় ওর বেশী ওঠেনি। এতে বোঝা যায় সাধারণ লোক কত কম কাপড় ব্যবহার করতে পেরেছে। এর একমাত্র কারণ কাপড়ের দাম জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার ঊর্দ্ধে। কাপড়ের এই চড়া দাম যাতে বাজারে চালু থাকে সেই উদ্দেশ্যে মিলমালিকরা চাহিদার তুলনায় কম কাপড় উৎপাদন করছে এবং বাজারে আরও কম জোগান দিচ্ছে। এই নীতির পরিণতি হিসেবে একটার পর একটা মিল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক খেতে না পেয়ে আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থমনোরথ হয়ে যখন বাধ্য হয়ে ধর্মঘট করে তখন কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর তলব পড়ে। তাদের গুলিতে ভুখা শ্রমিক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, জীবন দিয়ে খেতে চাইবার প্রায়শ্চিত্ত করে: আর সরকারের নাকের ডগায় সরকারী নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মিলমালিকের দল যে দিনের পর দিন কারখানা বন্ধ করছে তাতে কংগ্রেসী সরকারের টনক নড়ে না। বিড়লা গোষ্ঠির মুখপত্র ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্টের হিসাব মতে ১৯৪৯ সালের গোড়ার তুলনায় ঐ বছরের শেষের দিকে কাপড়ের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এর পর আরও বহু মিল বন্ধ হয়েছে, ফলে উৎপাদন আরও নেমেছে।

আর এ ব্যাপার যে কেবল কাপড়ের বেলায়ই হচ্ছে তা নয়; প্রায় প্রতিটি শিল্পেই এই এক দশা। পাটশিল্পে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে উৎপাদনসূচক ছিল ১১১৬, ঐ-বছরের আগষ্টে তা নেমে হয় ৭৮·৯। তার পরের অবস্থা আরও সঙ্গীন। জ্বালানী ও শক্তি বিভাগেও সেই এক কথা—গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে সূচক সংখ্যা ১৬২·৫ হলে ৬ মাস পরে তা হয় ১৪৭·৮। বর্ত্তমান বছরে কয়লা উত্তোলন আরও কমান হয়েছে। দিয়াশলাই শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে শতকরা ১৬ ভাগ, কাগজশিল্পেও তাই; সর্ব্বত্রই এইভাব।

সরকার পক্ষ এই উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিককে দায়ী করে তাদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে লেবার রিলেসান্স বিল এনেছেন। তাতে বলা হয়েছে বিচারে যদি দেখা যায় শ্রমিকরা Go slow নীতি গ্রহণ করেছে অর্থাৎ ইচ্ছা করে উৎপাদন কম করছে তাহলে তাদের শাস্তি হবে। আর এই শাস্তি মাহিনা কাটা থেকে আরম্ভ করে গোটা মাসের মজুরী বাজেয়াপ্ত, বোনাস ও ভাতা বন্ধ এমনকি ৬ মাসের জেল পর্য্যন্ত হতে পারবে। অথচ এই বিলের কোথাও কিংবা অন্য কোন বিলে লেখা নেই যে, মালিক ইচ্ছা করে উৎপাদন হ্রাস করলে তার কি সাজা হবে। সরকারের এই মনোভাব হতে পরিষ্কার কংগ্রেসী সরকারের ধারণা, উৎপাদন হ্রাসের জন্য একমাত্র শ্রমিকরাই দায়ী। এর চেয়ে মিথ্যে কথা আর নেই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী দপ্তর হতে যে হিসাব বেরিয়েছে তাতেই দেখা যায় গত বছরে

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি

বেশী খাটুনী ও কম চারী ছাঁটাই

কেরাণীর বেলা ছাঁটাই আর মোটা মাইনেতে অফিসার নিয়োগ

কংগ্রেসী সরকারের খরচ কমাবার নীতি

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্প্রতি এক ঘোষণা মারফত আদেশ জারী করেছে যে, প্রতি সরকারী অসামরিক অফিসে সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫-৩০ পর্য্যন্ত কাজের সময় নির্দিষ্ট হবে মাঝে আধঘণ্টা টিফিনের জন্য শুধু বন্ধ থাকবে। এই সার্কুলার জারী করার আগে পর্য্যন্ত কয়েকটি বিভাগে যেমন পোষ্টাল বিভাগ প্রভৃতি, কাজের সময় ছিল ১০-৩০ হতে ৫টা এবং অন্য গুলিতে ১০টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত মধ্যে আধঘণ্টা ছুটি নিয়ে। তাহলে দেখা গেল যেখানে আগে যাদের কাজের ঘণ্টা ছিল ৬ঘণ্টা তাদের এখন খাটতে হবে ৭ ঘণ্টা এবং বাকি সকলকে সাড়ে ৬ঘণ্টার বদলে ৭ঘণ্টা। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য কিন্তু কোন মাইনে বাড়বে না বরং কাজের সময় বেড়ে যাওয়ায় অল্প লোক দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে ইতিমধ্যে নানা অজুহাতে ছাঁটাই সুরু হয়ে গিয়েছে।

সরকারী বিভাগের বক্তব্য পে কমিশনের রায় অনুযায়ী এই আদেশ জারী করা হয়েছে। এ কথার মধ্যে মস্ত বড় ধাপ্পা রয়েছে। পে কমিশনের রায়ে শুধু কাজের ঘণ্টার নির্দ্দেশই আছে তা নয়, জিনিস পত্রের মূল্যমান অনুযায়ী মাগগী ভাতা, শিক্ষা ভাতা, নিয়তম বেতন প্রভৃতি বহু ধারাই আছে। এই সমস্ত গুলির কোনটিই গ্রহণ করা হয়নি। কর্ম্মচারীদের পক্ষে যে সব বিষয়ে সুবিধে হবে সে সব বিষয়ে একটিতেও হাত দেওয়া হয়নি অথচ যে গুলিতে কর্ম্মচারীদের খাটুনী বেড়ে যাবে ছাঁটাই করার সুবিধা হবে সে গুলিকেই চালু করা হচ্ছে। এই সব বিষয় থেকে বোঝার কোন অসুবিধা হয় না সরকারের আসল উদ্দেশ্য কি।

সরকারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে র‍্যাসানালাইজেসন প্রথা চালু করা, কম লোকে বেশী কাজ তুলিয়ে নেওয়া। তাই কাজের ঘণ্টা যেমন বাড়ান হল, ছাঁটাইও তেমনি নতুন তালে আরম্ভ হল। পাছে সরকারী কর্ম্মচারীরা

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

নেহরু-লিয়াকাত—সাক্ষাতকার জনতাকে ধাপ্পা দেবার চালাকী

পাকিস্তান-প্রধান-মন্ত্রীর সংগে ভারত পাকিস্তান চুক্তিপত্রে সই করে পণ্ডিত নেহরু বেতার বক্তৃতায় বেশ জোর দিয়েই বললেন, "I am convinced that the agreement……will bring immediate relief……" কিন্তু, জনসাধারণ যদি আজ এই চুক্তিপত্রকেই শান্তির গ্যারান্টি হিসেবে মনে করে আর পণ্ডিতজীর বেতার বক্তৃতা শুনে পণ্ডিতজীর সংগে তারাও "convinced" হয় যে শান্তি এবার সত্যিই এল, তবে জনতা ভুল করবে। চুক্তি কেন আর তা দাঙ্গার সমাধানের উদ্দেশ্যেই কিনা তাই বিচার করলেই ধরা পড়বে, সাক্ষাৎকারের আসল মতলব জনতার চোখে ধুলো দেওয়া। তার জন্যে আর একবার দেখা দরকার দাঙ্গা কেন।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য ফল অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ে ভুগছিল এই দুই রাষ্ট্র। যার জন্যে অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত ভারতের দরকার হয়েছিল বেশ কিছু ছাঁটাইয়ের। অথচ শান্তিপূর্ণ ভাবে সে কাজ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের কাছে তাতে পুঁজিবাদের শোষণের চেহারাটা নগ্ন হয়ে পড়বে। কাজেই দাঙ্গা পুঁজিবাদ বাধিয়ে দিল মেহনতী জনতার অচেতনতার সুযোগ নিয়ে। কারণ, মেহনতী জনতার একতা যতদিন সুস্পষ্ট থাকবে, ততদিন তাদের ওপর আঘাত আসলেই, সম্মিলিত শক্তি দিয়ে সে আঘাতকে তারা রুখে দাঁড়াবে। ইতিহাসে এর স্বপক্ষে প্রমানের অভাব নেই। ২৯শে জুলাই আজও জ্বলজ্বলে রয়েছে। তাই পুঁজিবাদ তার কাজ হাসিল করার জন্যে এই একতায় ভাঙ্গন ধরাতে আরও কৌশলী হাতিয়ার ধরল মানে দাঙ্গা বাধাল। পাকিস্তানও অর্থ-নৈতিক সংকটে ভুগছিল আর তার বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই সেই বিক্ষোভকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই দাঙ্গা। ফলে অসংখ্য মেহনতী মানুষ এই দুই রাষ্ট্র ছেড়ে গেল। ছাঁটাই হল সহজে। দ্বিতীয়তঃ, দাঙ্গার সুযোগে অসংখ্য বাস্তুহারা নিঃস্ব হয়ে দুই রাষ্ট্রে চলে আসার ফলে পুঁজিবাদের মুনাফা লোটার সুযোগ গেল বেড়ে। দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে পারিশ্রমিক যাবে কমে। কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই গোজা গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। কারখানায় লক-আউট করার দরকার হবে না। আরও সস্তায় পারিশ্রমিক দিয়ে বেকারদের মজুরগিরিতে লাগিয়ে দেবে। সংগে সংগে জমিদারদের সুবিধা হল চাষীকে উৎখাত করা বিনা আয়াসে।

এখন প্রশ্ন ওঠে পুঁজিবাদ দাঙ্গাই যদি বাধালো ত, আজ সে দাঙ্গা থামাতে চায় কেন আর চুক্তিই বা কেন? প্রথমতঃ, দাঙ্গা-মারামারি বেশীদিন চলে না। উস্কোনির ফলে দাঙ্গা করলেও অল্পদিন পরেই সাধারণ মানুষ এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা খেটে খেয়ে শান্তিতে থাকতে চায়। তাই দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে যখন তাদের পেটে টান পড়ে তখন তারা আর দাঙ্গা চায় না। কিছুকাল কারখানা বন্ধ রেখে যখন তাদের মজুরী কাটা যায়, আমদানী রপ্তানীর গোলমালের জন্যে যখন দৈনিক বাজারের দাম বেড়ে যায়, তখনই তারা দাঙ্গার বিরুদ্ধে কথা বলে। কাজেই, দাঙ্গার সম্বন্ধে জনতার মোহ ভাঙ্গবার অবস্থায় যখন আসে অমনি পুঁজিবাদী নেতারা শান্তিপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কারণ, ভবিষ্যতেও দরকার হলে এমনি অস্ত্রের সাহায্য ত নিতে বলতে হবেতাই জনতা যাতে নিজের চেষ্টায় দাঙ্গা না থামায় তার ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া দাঙ্গা সম্বন্ধে জনতার মোহ যদি এতটুকু ভাঙ্গে ত এই সাম্প্রদায়িক খুনোখুনিতে ভবিষ্যতে জনতা আর পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতের পুতুল হয়ে কাজ করবে না। কাজেই, জনতার মোহ ভাঙ্গবার ঠিক আগের মুহূর্তেই নেতারা শান্তির বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন যেন তাদের জন্যেই এ-যাত্রা বেঁচে গেল জনসাধারণ। জনসাধারণকে রক্ষে করা দাঙ্গার মূলচ্ছেদ করা যে চুক্তির উদ্দেশ্য নয় তা পরিষ্কার হবে তার আলোচনায়। প্রথমত দাঙ্গায় সবচেয়ে অগ্রণী দল যারা পাকিস্তানের সেই আনসার, ভারতের আর, এস, এ, হিন্দু-মহাসভাকে বে-আইনী করা ত দূরের কথা তাদের নামের উচ্চবাচ্চা নেই চুক্তিপত্রে। হিন্দু-মহাসভার নেতাদের ধরপাকড় করা হচ্ছে। অথচ, সেটা যে সাম্প্রদায়িকতার জন্যে নয় সেকথা পণ্ডিতজী নিজেই বলেছেন সাম্প্রতিক প্রেস কনফারেন্সে যে, তার সঙ্গে এই চুক্তির কোন সম্বন্ধ নেই। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কথা অবশ্য আছে। কিন্তু অপরাধী বিচার করবে অপরাধীকে চিনিয়ে দেবে ভুক্তভোগী জনসাধারণ নয়, সরকার খুসীমত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবে। আর যে সরকারের সমর্থনে ও প্ররোচনায় দাঙ্গা বাধে সেই সরকার আসল দাঙ্গাদারদের ধরবে না। এটাই হল সত্য। দাঙ্গাবাজের দলগুলির দাঙ্গায় অংশ নেওয়া সম্বন্ধে যখন এতটুকু সন্দেহ নেই, তখন এইসব দলকে আইনত বলে স্বীকার করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলার পেছনে উদ্দেশ্য থেকে গেছে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের দাঙ্গার দায়ে জেলে পোরা। এর পক্ষের প্রমাণ আছে ভূরি ভূরি। তারপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে বল ফিরিয়ে আনবার জন্যে মন্ত্রীত্বে তাদের প্রতিনিধি নেওয়ার কথা মেনে নেওয়া হয়েছে। ভারত চিরকাল Secular state বলে গলাবাজি করছে আর লিয়াকাৎ আলি টেবিল ঠুকে পণ্ডিতজীর কাছে পাকিস্তানের Secularismএর কথা বলেছেন। তাদের শাসনতন্ত্র নাকি এই ভিত্তিতেই রচিত হতে চলেছে। পণ্ডিতজীর প্রশ্নের জবাবে জনাব বলেছেন যে "ইসলামী রাষ্ট্র" বলতে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বোঝায় না, ওটা ভারতের "Ramraya Buisiness"এর মত। অর্থাৎ জনতাকে ধাপ্পা দেওয়াই তাঁদের কাজ—এই কথাই মেনে নিলেন দুই রাষ্ট্রের দুই কর্ণধার। অথচ বাস্তবে কাজের মারফৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস আনার বদলে secularism প্রমাণ করায় বদলে এই চুক্তি মারফৎ মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করে তাঁরা বিশ্বাস আনার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রীরা যে জনস্বার্থ দেখে না তার প্রমান প্রতিদিনই মিলছে। সুতরাং মন্ত্রীত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোক নিয়োগ করলেই যে জনসাধারণের বিশ্বাস আসবে তার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নেই।

এ ছাড়া এই চুক্তির আন্তর্জাতিক প্রয়োজন আছে। গণপরিষদে এই চুক্তি সম্পর্কে বিবৃতি প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী নিজেই স্বীকার করেছেন, "Indeed its repurcussions went far beyond the borders of India and Pakistan. Because of this, the world took deep interest in this meeting and its result." আবার লিয়াকাতের বিবৃতির সুর এরই সঙ্গে মিলে যায় তার কারণ সারা এশিয়ার তল্লাট জুড়ে পুঁজিবাদের ভিৎ নড়ছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা ভয়ের—অবশ্য জনতার কাছে নয়—পুঁজিবাদের বিশেষ কোন security নেই। একমাত্র ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানে পুঁজিবাদ নিশ্চিন্ত। এই দাঙ্গা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের মহড়ায় রূপ নিতে চলেছিল। অথচ একচেটে পুঁজিবাদ আমেরিকা এখন বিশেষ করে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ চায় না। কারণ আগামী তৃতীয় যুদ্ধে এই দুই রাষ্ট্রকে এশিয়ায় সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাঁটি করতে হবে। কাজেই নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে এখন থেকেই দুর্বল হওয়া চলবে না। পাকিস্তান অনেক চুক্তি মানেনি, তার জবাবে তাই পণ্ডিতজী পার্লামেন্টে জোর দিয়ে বলেছেন, "I think, may say with justice that this particular agreement both in regard to its content and its timing has a peculiar significance and importance.' ষ্টেটসম্যান তাই পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্ন দিয়ে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে নেহেরু-লিয়াকাত চুক্তি দেখিয়েছে। এই চুক্তিতে দাঙ্গার স্থায়ী সমাধানের কোন কথা নেই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অর্জ্জন করবার দায়িত্ব নেই। উপরন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের মনোভাব গড়ে ওঠবার সুযোগ রাখা হয়েছে। আর এই চুক্তি বিশ্বযুদ্ধের মেহনতী জনতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে নিজেদের ঝগড়া আপাততঃ শিকেয় তুলে পুঁজিবাদ জোট পাকালো। কাজেই চুক্তির ওপর বিশ্বাস করে বসে থাকলে বাঁচা যাবে না। বাঁচতে হলে সর্ব্বহারা চাষী-মজুরের নেতৃত্বে সঠিক বিপ্লবী কর্ম্মপদ্ধতির মারফৎ সমাজতন্ত্রের লড়াইকে জোরদার করতে হবে। আজ এস, ইউ, সি সেই সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সমস্ত চাষী-মজুর খেটে খাওয়া মানুষকে, সমস্ত জঙ্গী কর্মীকে সমস্ত আন্তরিক বিপ্লবীকে এস, ইউ, সির এই সঠিক নেতৃত্বে এসে সমাজতন্ত্রের লড়াইকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে। সমাজতান্ত্রিক ভারত ও সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তানই স্থায়ী শান্তির উপায়।

মধু ও হুল

মাদ্রাজের 'থ্রিলার' পত্রিকা জনসাধারণকে 'থ্রিল' করার আশায় একটা খবর প্রকাশ করেছেন; তাতে বলা হয়েছে—মাদ্রাজের মন্ত্রী শ্রীমাধব মেনন দক্ষিণ মালাবারে আনাকরিতে এক লাখ টাকা দিয়ে একটা বাড়ী তৈরী করছেন। এতে ও খুসী না হয়ে সহযোগী মশাই প্রশ্ন করেছেন—বর্ত্তমান মন্ত্রীমশাই মন্ত্রীত্বের আগে উকিল হিসেবে কত টাকা উপার্জন করেছেন এবং তাঁর পৈতৃক সম্পত্তিই বা ছিল কত? উদ্দেশ্য শ্রীমাধবকে তিনি বেকায়দায় ফেলবেন। মন্ত্রীদের বেকায়দায় ফেলার আশা রাখেন এত বড় বেকুব আজও আছেন, এটা অবাক হবার কথা। শাস্ত্রেই বলে পিতা হলেন ১১ জন; গুরু প্রভৃতি সকলেই পিতা। সুতরাং তাঁকে রাজনীতি শিক্ষা যিনি দিয়েছেন সেই গান্ধীজী নিশ্চয় পিতা, বিশেষতঃ তিনি যখন সমগ্র দেশের জনক তখন শ্রীমাধবেরও তিনি পরম পিতা নিঃসন্দেহে। এঁদের পিতার দেখতায় তিনি মন্ত্রীত্ব পেয়ে যদি কিছু উপরী রোজগারই করেন তাহলে তা পৈতৃক সম্পত্তির উপসত্ব ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না। সম্পাদক মশাই বৃথাই ভূতপূর্ব উকিল মশাইএর সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছেন। তাঁর চোখের ওপরই যখন প্রমাণ রয়েছে শ্রীপ্রকাশমের কিল খেয়ে কিল চুরির ইতিহাস তখন উকিলের সঙ্গে লাগা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। দেশ-

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মধু ও হুল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দ্রোহী বলে ধরাপড়ার সম্ভাবনা আছে। আর মোটে ত এক লাখ টাকা। যার মন্ত্রী হবার luck আছে তার কাছে এক লাখ আবার একটা টাকা!

* *

ভারতীয় ইউনিয়নের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা গুলির মধ্যে একটা লিখেছে—"পশ্চিম বাংলায় পুলিশ বাহিনীর ওপর যেখানে এই দাঙ্গায় বোমা পড়েছে তার সব কটা অঞ্চলই মুসলমান প্রধান, আহত ও নিহত হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী এবং যত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে সমস্তই মুসলমানদের কাছ থেকে।" এই কথা বলবার পর পত্রিকাটি ইঙ্গিত করেছে পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্যে দায়ী হিন্দুরা নয় মুসলমানরা। পাকিস্থানেও পূর্ববঙ্গের উজিরে আজম জনাব নুরুল আমিন ছাহেব এবং তাঁর জয়ঢাক আজাদ প্রচার করছে পাকিস্থানে অশান্তি আমদানী করে তাকে ব্যতিব্যস্ত ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে হিন্দুরা। এর পর রামরাজ্য ও ইসলাম রাজ্যের ভিত্তি যে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এর পর যদি খবরের কাগজ আমরা পড়ি-ভিড়ের মধ্যে ট্রামে বাসে চলার সময় যারা পরের পকেটে অন্যের অজান্তে নিজের হাতটি প্রবেশ করিয়ে দেয় তারা পকেটে দামী জিনিষ পত্র রাখার উদ্দেশ্যেই হাত দেয় তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবেনা। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলতে হবে।

* *

ধুবড়ীর এক সংবাদে প্রকাশ, তাদার হাটের এক স্কুল মাষ্টারকে জনৈক পুলিশ অফিসার বেধড়ক মার দিয়েছেন। শিক্ষকটির অপরাধ, তিনি নাকি পুলিশ অফিসারটির সামনেই সিগারেটে আগুন ধরিয়েছিলেন। উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে বলতে হবে। মাষ্টার মশাইরা ছাত্রদের শিক্ষা দেন, গুরুজনের সামনে ধূমপান করা অপরাধ; আর সেই অপরাধ ভদ্রলোক শিক্ষক হয়ে করলেন কি ব'লে? কংগ্রেসী রাজত্বে পুলিশ অফিসার ত দূরের কথা একটা ছিঁচকে টিকটিকিও দেশের অভিভাবক। এহেন মাতব্বর গুরু অভিভাবকের সামনে ধূমপান! ভদ্রলোকের ঊর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষের সৌভাগ্য যে তাঁকে অগ্নিসংযোগের অভিযোগে পেনাল কোডের ধারাতে অভিযুক্ত করা হয় নি।

* *

গুপ্তচর যারা, কূটনৈতিক ছাড়পত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ান

জি, স্লাভিন

আবরণমোচিত গুপ্তচর

জনগণের গণতন্ত্রগুলিতে, ব্রিটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গের চরকপে কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে, আরো অনেক তথ্য, সাম্প্রতিক বহু বিচার আর অনুসন্ধান থেকে পাওয়া গিয়েছে। তথ্যগুলি এবছরের জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী মাসে, পোল্যাণ্ড হাঙ্গারী আর বুল্গারীয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে। জনগণের গণতন্ত্রগুলিতে ব্রিটিশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বহু অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাদের মতলব ছিল এই গণতন্ত্রগুলিকে আবার ধনতন্ত্রের শিবিরে ফিরিয়ে এনে, আক্রমণকারী যুদ্ধে, সোভিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই-গুলিকে কাজে লাগান।

সর্ব্বজনবিদিত কূটনৈতিকের ছদ্মবেশে, সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচর, পোল্যাণ্ডের মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ব্লিস্লেন, পোল্যাণ্ডের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্যাভেণ্ডিশ্ বেণ্টিক্ হাঙ্গারির মার্কিণ রাষ্ট্রদূত চ্যাপিন্ তা ছাড়া স্কোয়ার, রাইগেল, ইত্যাদি আরো অনেক ......যাদের সম্বন্ধে এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে আমরা অন্য দু'একটি তথ্য নিয়ে আলোচনা করব যা থেকে বেশ বোঝা যায় যে সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে যে কূটনৈতিকের ছদ্মবেশ গুপ্তচরদের সকলের চেয়ে ভাল মানায়।

কূটনৈতিকের বেশে গুপ্তচর

গতবছর জানা গিয়েছে যে পোল্যাণ্ডে ফ্রান্সের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা একটি গোয়েন্দাগিরির জাল বিস্তার করবার চেষ্টা করেছিল। এদের মধ্যে ছিল জেনেরল টেসিয়র, পোল্যাণ্ডের ফরাসী রাষ্ট্রদূতভবনের আতাসে, আর তার সহকারী মেজর য়ুস, এমার, ডি ব্রজিন ডি মিয়রওয়েয়ারসর রাষ্ট্রদূতাবাসের) ইত্যাদি আরো অনেক। সেসেসিনের ফরাসী কনসলেটের এ্যাড্রে রবিশর বিচার হয় আর তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। সে স্বীকার করেছিল যে সে ফরাসী কনসলেটে চাকরী পেয়েছে গোয়েন্দা-গিরির জাল বিস্তার করার জন্য আর দেশের গুপ্ত খবর যোগাড় করার জন্য। এগুলি সে করেছে আক্রমণকারী দেশ-গুলির (আতলান্তিক চুক্তির) হুকুমে। পোল্যাণ্ডে গুপ্তচরদের কার্য্যকলাপ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গারিতে ইঙ্গ-মার্কিণ গুপ্তচরদের সকল ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে গেল।

সম্প্রতি হাঙ্গারিতে গুপ্তচরদের একটি বিচারে ক্যাপ্টেন এডগার স্যাণ্ডরস্—ব্রিটিশ মিশনের মিলিটার একজন কর্ম্মচারী স্বীকার করেছে যে সে অর্থনৈতিক আর সামরিক গুপ্ত খবর সরবরাহে লিপ্ত ছিল। ভিয়েনাতে অষ্ট্রিয়ার দূত এরহার্টের দ্বারা পরিচালিত একটি কেন্দ্রে, কূটনৈতিক পথে, স্যাণ্ডরস্ গুপ্তখবর পাঠাত।

হাঙ্গারিতে ব্রিটিশ মিলিটার মিশনের সহকারী সামরিক আতাসে লেফট্ কর্ণেল ক্যাপরস, আর ব্রিটিশ লেগেশনের ট্রেড আতাসে সাউথ্ বি এই দু'জনের তত্ত্বাবধানে স্যাণ্ডরস্ কাজ করত।

হাঙ্গারিতে ব্রিটিশ আর আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের লক্ষ্য একই ছিল। বুদাপেস্ত্ বিচারে একজন আমেরিকান গুপ্তচর রবার্ট ফগলর স্বীকার করেছে যে, মার্কিণ মিলিটারি আতাসে কর্ণেল জেমস্ ক্রীফট্, আর এয়র আতাসে মেজর গ্রেফিন, এই দু'জন তাকে তুঙ্গস্রাম কার-কারখানার ফোটোষ্ট্যাটিক কপি নিতে হুকুম করেছিল। ফগলর অর্থনৈতিক গুপ্ত খবর যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিল হাঙ্গারিতে মার্কিণ বাণিজ্য আতাসে স্মিথের সাহায্যে আর সামরিক খবর পাঠিয়েছিল সামরিক সহকারী আতাসে লেফট্ কর্ণেল হরেনের সাহায্যে। মার্কিণ দূতাবাসের সাহায্যে সে মার্কিণ গুপ্তচরদের সঙ্গে সংযোগ রাখত। ফগলর আরো বলেছে যে যুক্ত-রাষ্ট্রের এই কূটনৈতিক গুপ্তচরদের উদ্দেশ্য হল জনগণের গণতন্ত্র আর সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে বিপদে ফেলা।

রণলিপ্সুদের উস্কানি

ফগলরের এই স্বীকৃতি এমন কিছু নতুন নয়। সোফিয়ার প্রসেকিফটুস্ অফিস থেকে একজন মার্কিণ গুপ্তচর সম্বন্ধে এক অভিযোগ-পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে এই ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত কার্য্য-কলাপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে যে জনগণের গণতান্ত্রিক বুলগারীয়ার ক্ষতি করাই এদের উদ্দেশ্য ছিল। সোফিয়ার মার্কিণ লেগেশনে গুটিকয়েক বুলগারীয় লোককে গুপ্তচররূপে নিযুক্ত করা হয়। তাদের নাম সিপকড্, রিনডোভা, ক্রোটুনকড্ সানড, মালটেজ্ ইত্যাদি; আর তারা আমেরিকান দূত ডোনাল্ড হিথের সাহায্যে অনেক গুপ্তখবর আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগে পাঠিয়েছেন। ডোনাল্ড হিথ্ আর আমেরিকান লিগেশনের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, যথা, ট্রেন্স, হর্ণার, ফ্যারব্যাস্, গিব্স্ সকলেই এই লোকগুলিকে গুপ্তখবর যোগাড় করার কৌশল শিখিয়েছিল।

ডোনাল্ড হিথ্ যে বুলগারীয়ার শত্রু তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ট্রাইকো কর্জভের বিচারে। টিটো পন্থী আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বুলগারীয়া সম্বন্ধে ষড়যন্ত্রের কথা ডোনাল্ড হিথ্ কষ্টেভ্‌কে জানিয়েছিল।

এই ঘটনার পরে বুলগারীয়া ডোনাল্ড হিথ্‌কে "গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তি" হিসেবে আর নিতে পারল না। তার উত্তরে যুক্ত রাষ্ট্রে এই গুপ্তচরটিকে এখান থেকে না সরিয়ে, কূটনৈতিক সম্বন্ধ ভেঙ্গে ফেলার হুমকি দিতে লাগল। আগেকার বুলগারিয়া হলে হয়ত এই হুমকিতে ভয় পেত, কিন্তু আধুনিক বুলগারীয়া কাউকেও ভয় পায় না; কারণ তাদের পেছনে আছে সমস্ত গণতান্ত্রিক শিবির আর সোভিয়েৎ ইয়ুনিয়নের সমর্থন। তারা যুক্ত রাষ্ট্রের এই হুমকিকে একেবারে অগ্রাহ্য করল। নিজেদের গুপ্তচরদের বাঁচাবার জন্যে, যুক্ত রাষ্ট্র বুলগারীয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধে ভেঙ্গে দিল।

বুলগারীয় জনগণ এতে কিছুমাত্র না ভয় পেয়ে সকল রকম আমেরিকান গুপ্তচর বৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

—টাস

পশ্চিমবাংলায় অর্থসচিবের কীর্ত্তি

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

আরো লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মেসার্স কেশোরাম কটন মিলের দোকান (আর, সি, নং বি-এইচ/৭৬ বিঃ ৩-৬-৪৯ তারিখ হইতে এল-আর/১৭৮ বি) উক্ত মিলের অধীনে একটি সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান। ১-১০-৪৪ হইতে এই দোকান তাহাদের হিসাবের খাতাপত্র দাখিল করিতেছে না। তাহার কারণ দেখাইতেছে যে ঐ সব খাতাপত্র হারাইয়া গিয়াছে এবং দোকানের বিক্রির হিসাব মিলের হিসাবে ধরা আছে বলিয়া অজুহাত দিতেছে।

'কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর এই কোম্পানী ১৭টি শাখা খুলে। এগুলির ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

'যথাসম্ভব সত্বর এসেসমেণ্ট সমাপ্ত করার জন্য আমি যে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছি তাহা সম্ভবতঃ আপনি উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু কোম্পানীর অসহযোগীতার মনোভাব এবং উপরে বিবৃত অবস্থা একার্য্যে অন্তরায় ঘটাইয়াছে। উপরোক্ত নানাবিধ ত্রুটী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হইয়া যদি আমাকে এসেসমেণ্ট সমাপ্ত করিতে বলা হয় তাহা হইলে আমি আশঙ্কা করি আমার পদের মর্য্যাদার প্রতি আমি সুবিচার করিতে পারিব না এবং রাষ্ট্রের স্বার্থও ইহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
এস, সি, রায়
সিনিয়র কমিশনার অব কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস
(কলিকাতা সাউথ)

২৪শে এপ্রিল এস, ইউ, সি,-দিবসের আহ্বান

২৪শে এপ্রিল ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের জন্মদিবস। বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এস. ইউ. সি-র জন্মের তাৎপর্য্য, আবশ্যকতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন সাম্যবাদী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিচার করে দেখা। এ দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছোট বড় বহু সাম্যবাদী নামধারী দল নিজস্ব চিন্তা ও কর্মধারা নিয়ে সাম্যবাদের পথকে উন্মুক্ত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি আজ পর্য্যন্তও মজুর আন্দোলন তথা সাম্যবাদী আন্দোলনের এমন কি ভিত্তিমূলকেও সুদৃঢ় করতে পারে নি কেন? এরই জবাব ও সমাধান পাওয়া যাবে এস. ইউ. সি.-র জন্মের ইতিহাসে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট সমাজ-জীবনকে যখনই ধাপে ধাপে জটিল হতে জটিলতর করে তোলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তখনই দেখা দেয় সুষ্ঠু ও সবল নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা। ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যক্তিকেন্দ্রীক নেতৃত্বের পরিবর্ত্তে সাম্যবাদী আন্দোলনের শিক্ষায় সর্ব্বপ্রথম এস. ইউ. সি প্রবর্ত্তন করে মতবাদিক নেতৃত্বের।

গত বিশ্ব-মহাযুদ্ধ যে সংকট সাথে করে এনেছিল, যুদ্ধশেষে প্রত্যেকটি ধনিক রাষ্ট্র তারই ধাক্কায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ধনবাদকে রক্ষা করার নব নব কৌশল অবলম্বন ও প্রয়োগ করতে; এরই সূত্র ধরে কংগ্রেস ও লীগ এগিয়ে এসেছিল ভারতের বুকে ধনবাদী রাষ্ট্র কাঠামোকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য, বৃটিশসাম্রাজ্যবাদের কাছ হতে আপোষে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে। ভারতের জনসাধারণের সেই দুর্যোগের দিনে বামপন্থী সাম্যবাদী দলগুলো পরিচয় দেয় এক চরম নিষ্ক্রিয়তার। এমন কি ক্ষমতা হস্তান্তরের মারফৎ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট ধনিক রাষ্ট্রকে নূতন করে দেশীয় পোষাক দিয়ে ঢাকার ষড়যন্ত্র চোখের সামনে এড়িয়ে যায় সাম্যবাদীদের;— তাঁরা এগিয়ে আসেন শোষণের যন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। সমস্ত বিপ্লবী চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে একদিকে চলে সংস্কারবাদী অন্যদিকে উগ্র বিপ্লববাদী সুবিধাবাদের জোয়ার। ঠিক এমনি সময়ে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার জন্ম নেয় খাঁটি সাম্যবাদের নিশান তুলে ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমস্ত সুবিধাবাদ ও প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে।

এস. ইউ. সি. ঘোষণা করে, একমাত্র সাম্যবাদী আন্দোলনই জনতার সকল রকম সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে সুখী সমাজ গড়তে পারে। তাই সমাজ তান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা সফল করার জন্য প্রয়োজন সঠিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ভারতবর্ষে এস. ইউ. সির আবির্ভাব এরই পরিচায়ক।

সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সর্ব্বহারা মজুর শ্রেণীর দল এক অপরিহার্য্য ব্যাপার। শ্রমিকশ্রেণীর দল গড়ে তোলার পদ্ধতির বৈজ্ঞানিকতার উপরেই নির্ভর করে দলের নেতৃত্ব ও মতবাদিক নির্দ্দেশের সফল কার্য্যকারিতা। এস. ইউ. সি.-র গোড়া পত্তনে দেখা দেয় মজুর শ্রেণীর দল গড়ার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা।

মজুর শ্রেণীর দলের শ্রেণীচরিত্র, স্বার্থ, বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন ও বজায় রেখে চলার উপরই শোণিত নিপীড়িত মেহন্নতী জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। দলের বৈশিষ্ট কোন দিনই সংখ্যা বা সভ্য কত তা দিয়ে বিচার করা চলে না; দল বৈজ্ঞানিক মত ও পথ অনুসরণ করছে কিনা, এর মাপকাঠিতেই করতে হবে এর বিচার। এস. ইউ. সি. সাম্যবাদীদলের শ্রেণীচরিত্র স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যের এই সংজ্ঞাকেই বাস্তবে রূপায়িত করে চলেছে।

তাই সংখ্যা গরিষ্ঠ কোন সাম্যবাদী নামধারী দল বা ব্যাপক সোস্যালিষ্ট পার্টির চাইতে মজুর শ্রেণী ও শোষিত জনসাধারণ নিজেদের দল বেছে নেওয়ার ব্যাপারে এস. ইউ. সি-নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর।

যেদিন ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সামন্ততন্ত্র ঘেঁষা পিছিয়ে পড়া ধনতন্ত্রের প্রতিভূ লীগনেতৃত্ব নিজেদের স্বার্থ কায়েম করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সূচনা করে, সেই দিনই এস, ইউ, সি ভারতীয় জনতাকে সাবধান করে বলে ছিল, ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্র দেশীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ; এই রাষ্ট্র দেশীয় ধনিকদের পরিচালনায় দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দ্দশাকে দিনের পর দিন বাড়িয়েই চলবে, তাই নূতন রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন। তখন মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের যৌক্তিকতায় কান দেয় নি কোন রামপন্থী বা সাম্যবাদী দলই এমনকি নেহেরু-জিন্নার প্রতি আনুগত্যের দেহাই দিয়েছিল বহু ছোটবড় বামপন্থী সাম্যবাদী। সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছে একদিকে কংগ্রেস অন্যদিকে লীগ সরকার।

ভারতীয় জনতার প্রধান শত্রু একদিকে ধনিক রাষ্ট্রের চালক,-কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদী সরকার অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী লীগ সরকার। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা বর্ণবিদ্বেষ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি সমস্তই পুঁজিবাদের ফল। পুঁজিবাদ, দেশী হোক বা বিদেশীই হোক, কংগ্রেসী বা লীগেরই হোক, তাকে খতম করতে না পারলে নূতন রূপে এরা বারবার দেখা দেবে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণমোর্চা চাইই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে শুধু কংগ্রেসী বা লীগ সরকারে পরিবর্ত্তনেরই জনরাষ্ট্র গঠন হবে না; তারজন্য দরকার বর্ত্তমান ভারত ও পাকিস্তানের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ;—গণঅভ্যুত্থানের মারফৎ। এই চেতনা সম্বন্ধে এস. ইউ. সির বিশ্লেষণও পথ নির্দ্দেশ নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

ভারতের সোস্যালিষ্ট পার্টি সমাজতন্ত্রের নামে যে কৌশলী প্রচার চালিয়েছে তার ধাপ্পা প্রমাণিত হয়েছে গণ-অভ্যুত্থানের পরিবর্ত্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথায়। জাতীয় পুঁজিবাদের এই সব প্রচ্ছন্ন দালালদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্ব ইতিহাসের কুখ্যাত সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সমগোত্রীয়। নূতন ও উন্নত ধরণের প্ররোচক এটলি, ব্লুম, জয়প্রকাশ মার্কা সোস্যাল ডেমোক্রাটদের পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত প্রকার ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতাকে হুসিয়ার করে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে এস. ইউ. সি।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সমাজ বিশ্লেষণ ও কর্ম্মনীতি সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অচল ও বিভ্রান্তিকর। এই অচল ও বিভ্রান্তিকর, বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পিছিয়ে পড়া মতবাদকে জাকজমক, উগ্রবিপ্লবীপনা, উদারপন্থী ধনিকদের সাথে মিতালীর আড়ালে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রোমাঞ্চকর শ্রেণীচরিত্র এক অদ্ভুত মস্তিষ্কের পরিচায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। বিপ্লবের বিজ্ঞানকে এই ভাববিলাসীতার খোয়ারের মুখ থেকে রক্ষা করা করার জন্য, কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী ও জনসাধারণকে এর আওতা থেকে বাঁচিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনকে জোরদার করার ডাক এস-ইউ. সি প্রতিনিয়তই দিয়ে এসেছে।

'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের' গরম গরম বাক্যবিন্যাস কার্য্যতঃ সাম্যবাদী আন্দোলনের বিলাসী ট্রটস্কী পন্থার অমার্কসীয় নীতির বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মতবাদের অসারতা ও সংগঠনের দুর্ব্বলতা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক পাঁচমিশালী অবস্থার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এই পাঁচমিশালী সংস্থাগুলোর দলীয় সঙ্কীর্ণতা সাধারণ কর্ম্মীদের সবসময়েই সঠিক সাম্যবাদী মতবাদ ও আন্দোলন সম্বন্ধে ইতিহাস বিরুদ্ধ ধারণা দিয়ে ঢেকে রাখতে ব্যস্ত। তাই এস, ইউ, সি, সেই সমস্ত কর্ম্মীদের পাঁচমিশালী রংএর ধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসে লাল আন্দোলনকে চিনে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

আন্তর্জ্জাতিক মেহন্নতী জনতার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করবার ডাক আজ চারিদিক থেকে এসেছে। সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা সোভিয়েট রুশকে কেন্দ্র করে লাল চীন ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে দুনিয়ার মুক্তিকামী জনতাকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে। সমাজতন্ত্রের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদ ও তার ভাড়াটে গুণ্ডাদের আক্রমণ এবং ইঙ্গমার্কিণ যুদ্ধ প্রচারকদের ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি দেশে দেশে আন্দোলনের আঘাতে চূর্ণ করবার দিন ঘনিয়ে আসছে। যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য শক্তিশালী মেহন্নতী জনতার প্রশস্ত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী গণফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। তাই শান্তিকামী প্রত্যেক মানুষকে শান্তির সংগ্রামে সাম্যবাদী শিবিরে যোগ দেওয়ার আহ্বান এস, ইউ, সি জানাচ্ছে।

সর্ব্বহারা মজদুর দুনিয়ার মজুর শ্রেণীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পা বাড়াও। তোমার শ্রেণীর দল ও স্বার্থকে বলিষ্ঠে আঁকড়ে ধর। গণতন্ত্র, শান্তি ও সমাজ-

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধির আওয়াজও বলি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মালিক পক্ষ লক আউট ঘোষণা করার ফলে মোট ৩১,৭০,৪৩৪ রোজ নষ্ট হয়েছে।

একদিকে মালিকপক্ষ নিজেদের মুনাফা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে একের পর এক কারখানায় লক আউট ঘোষণা ও নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই করে চলেছে অন্যদিকে পুঁজিপতি তোষণকারী কংগ্রেসী সরকার শ্রমিককেই জব্দ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকবিরোধী আইন জারী করছে। একদিকে শ্রমজীবি মানুষ হাজারে হাজারে লাখে লাখে বেকার হয়ে চলেছে অন্যদিকে সরকার আর মালিক একত্রে ষড়যন্ত্র করে চলেছে কেমন করে শ্রমিকদের আরও জব্দ করা চলে—এতদিন তবু জেল জরিমানা করায় হাঙ্গামা ছিল এখন তার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট প্রভৃতি করিলেই ৬ মাসের জেল। আর ধর্ম্মঘট না করলেও জেল হতে পারে। মালিকের স্বার্থরক্ষা যে সরকারের একমাত্র লক্ষ্য সেই সরকারের বিচার বিভাগ যে মালিকের পক্ষ দেখতে বাধ্য তা বলা বাহুল্য। আর এহেন পক্ষপাত দুষ্ট সরকারী বিচার যদি বলে (যা তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য) শ্রমিক কাজে ঢিলা দিয়েছে তাহলেই হ'ল, শ্রমিকদের উপরোক্ত সাজাগুলির একটি কিংবা সবকটিই হতে পারবে।

গত এক বছরে এক উত্তর প্রদেশে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কিরকম বেকারী দেখা দিয়েছে তা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে। তালিকাটি উত্তর প্রদেশের শ্রমবিভাগ কর্তৃক প্রচারিত। এতে যে আত্মপক্ষের দোষ ঢাকনের চেষ্টা থাকবে, সেটা খুব স্বাভাবিক তাই আসল অবস্থা সরকারী বর্ণনা থেকে আরও অনেক খারাপ তাতে সন্দেহ নেই। তবুও কম করে দেখান হিসাবও কি ভয়ঙ্কর।

স্থান	কারখানা বন্ধ করার জন্য বেকার শ্রমিকের সংখ্যা	ছাঁটাই শ্রমিকের সংখ্যা
কানপুর	১৬,১৩৫	৩,২৬০
এলাহাবাদ	৩,৫০৭	৩৮১
গোরক্ষপুর	৩,১১৪	২৮৫
লক্ষ্ণৌ	১,১১৮	৯২০
আগ্রা	৫,১৬২	৩,৫১২
বেরিলি	১,৯৩৬	৭১৫
মিরাট	২,৬৮৬	১,০৫৯
	৩৩,৬৫৮	১০,২৫২

এইভাবে এক বছরেই ৪৩,৯১০ জন শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছে। উত্তর প্রদেশে রেজিষ্টার্ড কারখানাগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা হল আড়াই লাখ; তার মধ্যে বড় বড় ৭টি সহরেই বেকার শ্রমিকের সংখ্যা হল প্রায় ৪৪ হাজার; অর্থাৎ গত বছরেই শতকরা ১৬ ভাগ শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সংকটের কিন্তু মাঝারী ও ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর বেশী চাপ। তাদের শ্রমিকরাই ছাঁটাই হয়েছে বেশী; সেগুলি এই হিসেবে ধরা হয়নি। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না, জনসাধারণ জিনিষের অভাবে খেতে পরতে না পারলেও কি স্বার্থে এবং কারা উৎপাদন ইচ্ছা করে কমিয়ে চলেছে, শ্রমিক ছাঁটাই করে, কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে।

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের লক্ষ্য হল মুনাফা লোঠা। জনসাধারণ খেতে পরতে পারল কি না তা উৎপাদক পুঁজিপতি শ্রেণীর বিবেচ্য বিষয় নয়। তাদের সম্পর্ক লাভের সঙ্গে। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যেই কলকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে তারা, কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন কম করিয়ে চড়া দাম বজায় রাখার মতলবে। এসব ত গেল একদিকের কথা। এর পরও আছে যা উৎপাদিত হচ্ছে তা চোরাবাজারে চালান দেওয়া। শর্করা শিল্পে হিসাব মতে উৎপাদন কমে নি। ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট বলেছে গত বছরের গোড়া থেকে শেষ মাস পর্য্যন্ত চিনির উৎপাদন স্থির ছিল। অথচ উৎপাদিত মালকে কালোবাজারে চালান দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে জনসাধারণ একমুঠো চিনি পাচ্ছে না; যাও বা পাচ্ছে তার দাম সের প্রতি ২৲ টাকা ৩৲ টাকা। গত বছরে ৬ মাসের মধ্যে শর্করা-রাজারা বেআইনী কারবারে প্রায় ৯ কোটী টাকা মুনাফা লুটেছে। সরকার নির্ব্বিকার ভাবে তা দেখছে; শুধু তাই নয়, এইরকম সবল ও একচেটে ব্যবসাকে Protection দিয়ে চলেছে যাতে একচেটে ব্যবসার সুযোগে ধনীরা আর লাভ করতে পারে জনতার রক্তচুষে।

এতে অবশ্য অবাক হবার কিছুই নেই কারণ পুঁজিবাদী সরকার পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করবেই। আজ তারজন্যেই জনসাধারণের নিত্য নতুন জুলুম বেড়েই চলেছে। শ্রমিককে এই অবস্থা হতে বাঁচতে হলে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তুলতে হবে, কংগ্রেসী ফাঁদ আই, এন, টি, ইউ, সি ও ধনিক শ্রেণীর কৌশলী প্রচ্ছন্ন দালাল প্রতিষ্ঠান হিন্দ মজদুর সভার প্রচারের বাইরে এসে নিজেদের সংগ্রাম করতে হবে। একমাত্র সংগঠিত শক্তির জোরেই অত্যাচারীর অত্যাচারকে রুখতে পারা যায়; আর তা না করলে যত জুলুমবাজী নীরবে সহ্য করা হবে জুলুম ততই বাড়বে। তাই প্রতিজ্ঞা নিন—নিজেদের সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতা গড়বই গড়বো; জুলুমকে রুখবোই রুখবো।

খাতিরের লোকদের পকেটে হাজার হাজার টাকা

আর গরীবের পকেট কাটা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম্মঘট করে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে এবং আন্দোলন করে এই আদেশকে বানচাল করে দেয় সেই সব উদ্দেশ্যে সম্প্রতি যে লেবার রিলেসান্স বিল পার্লামেণ্টে আনা হয়েছে তাতে সরকারী কর্ম্মচারীদের ইউনিয়ন করা প্রভৃতি বিষয়ে এত বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যে সরকারী কর্ম্মচারীদের ইউনিয়ন করার কোন সুবিধাই হবে না।

খরচ কমাবার নীতির ফল হিসেবে ছাঁটাই করতে হচ্ছে সরকারী মুখপাত্র গুলি এইধরণের কথা প্রচার করে কিন্তু এ কথাও সত্য নয়। সাধারণ নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারীদের ছাটাই করা হচ্ছে অথচ নতুন নতুন অফিসার মোটা মোটা মাইনেতে নিযুক্ত হচ্ছে। এক একজন অফিসার ৮।১০ জন সাধারণ কর্ম্মচারীর মিলিত মাইনের সমান মাইনে পায়। বৃটীশ আমলে যদি কম সংখ্যক অফিসার দিয়ে কাজ চলতে পেরে থাকে এখনই বা তা হয় না কেন? আর যদি বিভাগগুলির efficiency যোগ্যতা বৃদ্ধির কথাই বলা হয় তা হলে ত দেখা যাচ্ছে আগের চেয়ে যোগ্যতা অফিসারদের কমেই গিয়াছে। অফিসারদের যোগ্যতা কম বলে প্রমাণিত হলেও তাদের মাইনে কমবে না, ছাঁটাইএর প্রশ্ন ওঠে না; যেহেতু তারা অধিকাংশ হ'ল অল্প সংখ্যক ভাগ্যবানের দলে, মন্ত্রী মশাইদের কিংবা তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব না হয়ত সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী প্রভৃতিদের আত্মীয় পরিজন। এ হেন বৃহৎ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। উঠলে কংগ্রেসী মতে, যারা সে সব কথা বলে তারা দেশদ্রোহী।

এতদিন ইংরেজ আমলে বৃটিশ বড়লাট বাহাদুরদের পেনসনের কোন আলাদা ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায় নি। এবার স্বাধীন আমলে তার নজির হল। মাসে মাসে ইংরেজ লাটসাহেবদের সমান মাইনে নিয়েও (আয়কর মুক্ত ছিল বলে কম দেখাত, আয়কর ধরলে ইংরেজে লাটদের মাইনের সমানই হত) রাজাজী অবসর নিলে তাঁর পেনসনের ব্যবস্থা হয়েছে। মাসে মাসে তাঁকে ১০০০ টাকা করে পেনসন দেওয়া হচ্ছে এই বছরের ২০শে জানুয়ারী হতে। পাকিস্তান দাবী মেনে নিয়ে রাজা গোপাল ফরমুলার আবিষ্কর্তা হিসেবে ত বড়লাটের গদী দেওয়া হয়েছিল, বর্ত্তমান টাকাটা কি গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্য বরাদ্দ হল?

কংগ্রেসী সরকারের বড় বড় হোমরা চোমরারা এত সাধু যে এক মধ্যপ্রদেশে তাদের অসাধু কার্য্যকলাপ ধরার জন্য Anti-Corruption বিভাগে খরচ হয়েছে ১,৫৬,১২০ টাকা। কিন্তু ঐ বিভাগ থেকে আয় হয়েছে ৪৬,০৮৫ টাকা। মন্ত্রীদের মধ্যে যেখানে Corruption, যার বিরুদ্ধে কথা বললে যেখানে সাজা হয় (মাদ্রাজে) সেখানে এই লোক দেখান anticorruptionএর কোন মানেই হয় না। পুরাণ আমলাতন্ত্র যতদিন থাকবে ততদিন এ অবস্থা চলবে। কংগ্রেসী সরকারের নীতি হল জনতার গলা কেটে যতদূর সম্ভব লুটেপুটে খাও। ধনিক শ্রেণীর বেলায় আর বড় বড় কই কাতলাদের কাছে এই হল তাদের ঢালা হুকুম।

হিন্দি সাপ্তাহিক
হামারা পথ
পড়ুন

বিড়লা ব্রাদার্সের ফাঁকির সহায়তায় পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসী সরকারের

বিড়লা ব্রাদার্সকে নিষ্কৃতি দিবারজন্য

বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারগুলিকে যে টাটা বিড়লার সরকার বলা হয় তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে বহুবার মিলিলেও সম্প্রতি আর একবার মিলিল। বিড়লা ব্রাদার্স একটি ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম; অনেকগুলি ব্যবসায় তাঁহারা লিপ্ত, বৎসরে কোটি কোটি টাকা তাঁহাদের লাভ। এই সব লাভ হইল সরকারী হিসাব মতে লাভ। চোরা কারবার ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়া তাঁহারা যে লাভ করেন তাহা ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। সরকার পক্ষ এই সমস্ত চুরি যে জানেন না এমন নহে। হাতে নাতে ধরাইয়া দিলেও মন্ত্রীরা তাহা বেমালুম চাপিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেন। আয়করে কয়েক কোটি টাকা ফাঁকি দিয়াও বিড়লা ব্রাদার্সের নিষ্কৃতি মিলিয়াছে, 'বিক্রয় করে'ও তাহা। শুধু তাহাই নয়—কোন এক কর্মচারী উহাদের ফাঁকিবাজী উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে বারবার জানাইলেও তাহার কিছু করা হয় না। উপরন্তু যে কর্মচারীটি বিড়লা ব্রাদার্সের এই জুয়াচুরি প্রকাশ করিয়া দেন তাঁহার হাত হইতে প্রথমে অনুসন্ধানের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া এক-জন পেটোয়া অফিসারের হাতে তাহা বিচার করিবার ভার দেওয়া হয়।

ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পশ্চিম বাংলার অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এবং ফিনান্স সেক্রেটারী শ্রীযুত বিনয় দাসগুপ্ত বিড়লা ব্রাদার্সের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় নামিয়া পড়েন এবং পূর্ব্বতন অনুসন্ধানকারী দুর্বিনীত কর্ম্মচারী-টিকেমফঃস্বলে বদলি করিয়া উক্ত কমিটিকে রক্ষা করেন। দুর্বিনীত (বিড়লা ব্রাদার্সের মতে) কর্ম্মচারীটির লিখিত চিঠিটি আমরা নীচে প্রকাশ করিলাম। ইহা হইতে বহু ঘটনাই জানা যাইবে।

[সেলস ট্যাক্স কমিশনার শ্রী কৃষ্ণ বল্লভ পাল চৌধুরীকে লিখিত]

ডি—ও ৪৬৯৮, তারিখ ৬-৯-৪৯

"প্রিয় মহাশয়,

মেসার্স কেশোরাম কটন মিলস লিমিটেডের ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের এসেসমেণ্ট সম্পর্কে আপনার ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ডোম-অফিসিয়াল পত্রের এই উত্তর লিখিতেছি। আমি মনে করি কোম্পানীর ব্যাপারে আমি তদন্ত কার্য্য কিভাবে আরম্ভ করি তাহা একেবারে প্রথম হইতে বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ এ সম্পর্কে আপনিও একটি আদ্যোপান্ত রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

১৯৪৮ সালে প্রথমভাগে কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য দলিলপত্র আমার হস্তগত হয়। উহাতে দেখা যায় যে উক্ত মিলের কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা গোপনে আয় করিয়াছেন। এ ছাড়া আরো ১২ লক্ষ টাকা মিলের সেক্রেটারী মিঃ বাগরী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। ঐ সময়ে সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে একটি সংবাদও প্রকাশিত হয় যে জন হরকার এণ্ড কোম্পানী নামে এক কাল্পনিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট বহু পরিমাণ মাল সরাইবার সময় মিলের কর্ত্তৃপক্ষকে এন্-ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ ধরিয়া ফেলিয়াছে।

"এতদ্ব্যতীত ইহাও জানা যায় যে বিড়লাদের কতকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত উপায়ে টাক্স ফাঁকি দিয়াছে এবং অংশীদারদের ঠকাইয়াছে:—

(১) অস্তিত্ববিহীন ব্যক্তিগণ হইতে মিথ্যা মাল কেনা দেখাইয়াছে।

(২) উৎপাদনের পরিমাণ গোপন রাখিয়াছে এবং বেনামী ঐ মাল বিক্রি করিয়াছে।

(৩) তাহাদের মনোনীত কাল্পনিক রেজিষ্টার্ড ডিলারের নিকট মাল বিক্রি করিয়াছে।

(৪) তাহাদের বড় বড় ব্যবসা হইতে টাকা ধার দিয়া নূতন নূতন সাবসিডিয়ারী ব্যবসা স্থাপন এবং এগুলির মারফতে খরিদ বিক্রি করিয়াছে ও পরে এই ব্যবসাগুলিকে লিকুইডিসনে দিয়াছে।

(৫) ফ্যাক্টরীর প্রসার ও বাড়ী তৈরী করার জন্য বহু পরিমাণে লোহা ও বাড়ী তৈরীর মালমসলা খরিদ করিয়া পরে গোপনে ঐ মাল বিক্রি করিয়াছে এবং ফ্যাক্টরী ও বাড়ীঘর তৈরির খাতে এই ব্যয় দেখাইয়াছে।

(৬) ফাটকা বাজারের মারফতে তাহাদের নিজস্ব সৃষ্ট কতকগুলি প্রতি-ষ্ঠানের সহিত কারবারে ব্যবসায়ের লাভ নষ্ট করিয়াছে।

"আমার মতে এই পত্রের দ্বিতীয় প্যারায় লিখিত মোটা টাকার লাভ তাহারা উপরি উক্ত দ্বিতীয় উপায় অবলম্বনে করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাহাদের ৮-৪-৪৮ তারিখে ১০৩২ নং মেমোতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর হিসাব দাখিল করিতে অনুরোধ করি। প্রত্যুত্তরে তাঁহারা ১১-৫-৪৮ তারিখে আমাকে ভয় দেখাইয়া পত্র লেখেন ও বলেন যে এরূপ হিসাব তাহারা রাখেন না এবং দিতে পারিবেন না। ৫-৫-৪৮ ও ২৫-৫-৪৮ তারিখের দুই চিঠিতে তাহাদের উকীল শ্রী এ সি সেন পুনরায় ভীতি প্রদর্শন করেন। সর্ব্বশেষ পত্রে কর বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে ৬ মাস কারাদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করা হয়। তৎপর ১১-৬-৪৮ তারিখের পত্রে কোম্পানী আমাকে জানান যে হিসাব তলব করিয়া আমি যে পত্র দিয়াছি তাহা প্রত্যাহার না করিলে আমি যাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারি তজ্জন্য তাঁহারা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের স্মরণাপন্ন হইবেন।

"২৩-৬-৪৮ তারিখে হঠাৎ আপনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স সংক্রান্ত ফাইলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিতে ক্রুদ্ধভাবে আমাকে নির্দ্দেশ দেন। এই ব্যাপারে একটা মোটা টাকার ট্যাক্সের প্রশ্ন জড়িত, সুতরাং সরকারী রাজস্বের স্বার্থে ও শাসন সৌকর্য্যার্থে এ বিষয়ে আমি একটি লিখিত আদেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করি। ইহাতে আপনি অতিমাত্রায় উত্তাক্ত হইয়া উঠেন এবং পুনঃ পুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি যাহা বলিতেছি তাহার মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি করিতেছি কি না। আমি আমার উক্তি সমর্থন করিলে আপনি আমাকে আপনার কামরা হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলেন। অতঃপর ২৬-৬-৪৮ তারিখে আপনার স্বাক্ষরিত এই আদেশটি আমি পাই:—

"আমি মৌখিক যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছি সেমতে অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যাহাতে তাহাদের উপস্থিতি বা কৈফিয়তের প্রয়োজন হইতে পারে এমন যে সব ফাইল বর্ত্তমানে আপনার হাতে আছে তাহাতে কোন কাজ করিবেন না।"

"মেসার্স কেশোরাম কটন মিলস লিমিটেডের ফাইল আপনি নিজের হাতে নিয়া যান। পরে একদিন আপনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং মিলের ডাইরেকটর-ইন্-চার্জ্জ শ্রী বি. এম. বিড়লা অর্থ-সচিব মাননীয় শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অভি-যোগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমাকে দেখান। তদন্তের জন্য ঐ ফাইলটি আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত ফাইলের শিরোনামা ছিল "মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স কর্ত্তৃক কমার্শিয়াল ট্যাক্সের এসিসটাণ্ট কমিশনার শ্রী এন, সি, রায়ের বিরুদ্ধে হয়রাণ-করার চার্জ্জ।" বিড়লা গ্রুপ কিভাবে ৯৬ লক্ষ টাকা গোপন করিয়াছেন তাহা দলিল পত্রাদি আপনাকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ দলিলপত্রে কয়েকটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। উহা হইতে বুঝা যায়, কোটি কোটি না হইলেও লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া বিড়লারা নানা কারসাজি খেলিয়াছে এবং ট্যাক্স ফাঁকি দিয়াছে॥

"৬-৮-৪৮ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় আপনি নূতন আদেশ দিয়া ২৬-৬-৪৮ তারিখে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন, কিন্তু বিড়লা গ্রুপের পরিচালনা-ধীনে কোন কোম্পানীর ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে মামলার নোটীশ দিতে নিষেধ করেন।

"দিন কয়েক পর আপনি পুনরায় আমাকে ডাকিয়া নিয়া বলেন, ফাইনান্স সেক্রেটারী শ্রী বি বি দাসগুপ্ত আপনাকে জানাইয়াছেন যে মাননীয় অর্থসচিব নির্দ্দেশ দিয়াছেন তিনি দিল্লী হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কেশোরাম কটন মিলস লিমিটেডের ব্যাপার যেন সমাপ্ত না হয়। অতঃপর আপনি ১৯-৮-৪৮ তারিখের পত্রখানা পাঠান; উহাতে তাঁহারা বলেন যে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত উৎপাদনের হিসাবপত্র তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

"আপনার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর বিড়লা গ্রুপের পরিচালিত ওরিয়েণ্ট পেপার মিল লিমিটেডের ৩১-৩-৪৮ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের এসেসমেণ্ট সমাপ্ত করা হয় এবং কোম্পানীর উপর আরো ২৬,১৫,৬৭০ টাকা কর ধার্য্য করা হয়। উহা আদায় স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন পাইয়া আপনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন কেন আমি উহাদের উপর এত বেশী

অর্থসচিব নলিনীরঞ্জন সরকার ও ফিনান্স সেক্রেটারী বিনয় দাসগুপ্ত অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী বদলি

কম ধার্য্য করিয়াছি। আপনি আমাকে এই সঙ্গে নির্দ্দেশ দেন যে কেশোরাম কটনমিলসের এসেসমেণ্ট শেষ করিয়া কর ধার্য্যের পূর্ব্বে যেন আমি আপনার অনুমোদন গ্রহণ করি।

"উক্ত কোম্পানী উৎপাদনের হিসাব-পত্র দাখিল না করায় এবং তাহাদের রিটার্ণে ৫ (২) (এ) বিধানের সমস্ত বাদের হিসাব (deduction) একত্র করায় তাহাদিগকে বিক্রিত মালের পরিমাণ, রকম, মূল্য ও পার্টির ক্রেতাদের বিবরণ ১৫-৯-৪৮ তারিখের মধ্যে দিবার জন্য বলা হয়, কিন্তু ১৫-৫-৪৯ তারিখ পর্য্যন্ত উহা আংশিক ভাবে দেওয়া হয়। সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য প্রত্যেক ক্রেতার নিকট বিক্রিত মালের পরিমাণের বিবরণ চাওয়া হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রত্যেক বৎসরের কাপড়, হোসিয়ারী ও সূতা বিক্রি করিয়া যে মূল্য পাওয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইত এবং তৎসময়কার বাজার দরের সহিত এই মূল্যের তুলনা করা যাইত। হিসাবের খাতাপত্র পাছে নষ্ট করা হয় তদুদ্দেশ্যেও এরূপ করা হইয়াছিল।

"কোম্পানী যে বিবরণ পেশ করিয়াছিলেন তাহা সেল ট্যাক্স আইনের (২) (এ) ধারার বিভিন্ন উপধারা অনুযায়ী বিভাগ করার প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক ক্রেতার পৃথক হিসাব তৈরী করিয়া সমষ্টির পরিমাণ বাহির করাও প্রয়োজন ছিল। আমার অফিসের কেরাণীদের এই কাজে লাগান সম্ভব না হওয়ায় একজন অতিরিক্ত কেরাণী এজন্য দিতে আমি ২০-৪-৪৯ তারিখে আপনাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। কিন্তু যে কেরাণী পাঠান হয় তিনি আনকোরা নূতন লোক এবং কয়েক দিন কাজ করার পর দেখা গেল তিনি এই কাজের উপযুক্ত নহেন এবং এরূপভাবে কাজ চালাইলে ইহাতে কয়েক মাস লাগিবে। দিন কয়েক পর এই কেরাণীকে আপনার অফিসে ফিরাইয়া নেওয়া হয়। একটি কম্পটোমিটার আমাকে গত সপ্তাহে পাঠান হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে কাজ করিবার উপযুক্ত কোন কেরাণী দেওয়া হয় নাই।

"কোম্পানীর প্রদত্ত বিবরণ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় ডিসপোজাল হইতে ৯,৫০,০০১৷০ মূল্যে ক্রীত কানাডিয়ান প্যারাসুটের কোন উল্লেখ উহাতে নাই। মিলের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীমাখন লাল বাগরোড়িয়াকে ১৫-৫-৪৯ তারিখে ইহা জানাইলে তিনি পরে আরো কয়েক পৃষ্ঠা অতিরিক্ত বিবরণ এবং ষ্টোর রেজিষ্টারে যেখানে এই ক্রয়ের উল্লেখ আছে তাহা দাখিল করেন। এই রেজিষ্টারে দেখা যায় যে উক্ত প্যারাসুট যেদিন কেনা হয় সেই দিনই তিনজন রেজিষ্টার্ড ব্যবসায়ীর নিকট উহা কেনা দামে বিক্রয় করা হয় বলিয়া লেখা আছে। এই তিন রেজিষ্টার্ড ব্যবসায়ীর মধ্যে মেসার্স আমেরিকান টেক্সটাইল করপোরেশন (আর-সি নং সি, এস, II/১৮০২এ) ৩, ১৬, ৬৬৭ টাকা ৪ পাই মূল্যের প্যারাসুট ক্রয় করিয়াছিল। দেখা যায়, রেজিষ্ট্রেশনের সময় হইতেই এই ফার্ম্ম অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গিয়াছে এবং বিক্রয়ের দিবসে উহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্যারাসুট ক্রেতা দ্বিতীয় ফার্ম্ম মেসার্স জুট ইনভেষ্টমেণ্ট কোঃ লিমিটেডেরও বিক্রয়ের দিনে কোন অস্তিত্ব ছিল বলিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তৃতীয় ফার্ম্ম মেসার্স রামদেও মহাদেও প্রসাদ (ই-এল /৮৫৪এ) ৩, ১৬, ৬৬৭৷০ মূল্যের প্যারাসুট ক্রয় করিয়াছিল বলিয়া লেখা। কিন্তু কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ইন্‌সপেক্টর পাঠাইলে উক্ত ফার্ম্ম গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই।

"ইতিপূর্ব্বে মিলের ১৯৪৩-৪৪ এর কতকগুলি ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য অফিসারদের পাঠান হইয়াছিল। এর মধ্যে কতকগুলি, যেমন ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জের মেসার্স কিষাণগঞ্জ হার্ডওয়ারষ্টোর্স্ লিমিটেড (এল আর/১০৭৪ এ), ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের (এদের প্রকৃত ঠিকানা পরে ইন্‌সপেক্টর জানিতে পারেন ১৬১১নং হ্যারিসন রোড) মেসার্স সি সুপানা (সি-এল/১০৮৭) এবং ১৮৪নং ক্রশ ষ্ট্রীটের মেসার্স রাধাকিষণ রিধকরণের কোন সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে কেশোরাম কটন মিলস্ তাহাদের কতকগুলি সাবসিডিয়ারী (subsidiary) কোম্পানী, যেমন উড ক্রাফট প্রডাক্টস্ লিমিটেড, হিন্দুস্থান গ্যাস কোং লিমিটেড এবং হিন্দ পটারিজ লিমিটেডের সঙ্গে সন্দেহজনক নানারূপ কারবার এবং জুট এণ্ড গানি ব্রোকারস্ লিঃ ও কটন এজেণ্টস্ লিঃ প্রভৃতি কতকগুলি সংশ্লিষ্ট (allied) কোম্পানীর সহিত হেসিয়ানের মোটা টাকার কারবার করিয়াছিল।

৫-৫-৪৯ তারিখে আমার অফিস হইতে কোম্পানীকে (১) কাপড় (২) হোসিয়ারী (৩) পাট (৪) তুলা (৫) ডিসপোজাল ও বিবিধ দ্রব্য এবং (৬) সূতার মোট ক্রয় বিক্রয়ের প্রত্যেক বৎসরের হিসাব দিতে বলা হয়। এই সময়ে কোম্পানী ও তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি তলব করার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। কোম্পানী তাহাদের ৩০-৫-৪৯ তারিখের পত্রে এই সব তথ্য দিতে অস্বীকার করায় এ বিষয়ে আর জেদ করা হয় না। আমার অফিসের ৩-৬-৪৯ তারিখের পত্রে কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহারা তাহাদের রিটার্ণ প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। ১-৬-৪৯ তারিখে কোম্পানী জানান যে তাহাদের রিটার্ণ দাখিল করিবেন এবং উহা তৈরী হওয়া মাত্র আমাকে জানাইবেন। ২২-৬-৪৯ তারিখে আমরা কোম্পানীকে জানাই যে রিটার্ণ তৈরী হওয়া মাত্র যেন আমাদের জানান হয়। ৩০-৬-৪৯ তারিখে সংশোধিত রিটার্ণ দাখিল করা হয়। ইতিমধ্যে আপনি আমাকে ২০০টি আপীল মামলা নিষ্পত্তি করিতে নির্দ্দেশ দেন। আপনি বলেন যে আপীলকারীরা সোরগোল আরম্ভ করিয়াছে; আমিও বিবেচনা করি একটি কোম্পানীর স্বার্থ অপেক্ষা ২০০জন আপীলকারীর স্বার্থ অনেক বড়। এই সমস্ত আপীল শুনানীর জন্য ২৪-৯-৪৯ তারিখ ধার্য্য হয়। এই কারণে ৭-১১-৪৯ হইতে উক্ত কোম্পানীর এসেসমেণ্টের কাজ আরম্ভ করা স্থির হইলেও আমার হাতে সময় বেশী ছিল না। এই প্রসঙ্গে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই যে কোম্পানীর ব্যাপার অত্যন্ত জটীল ও সন্দেহজনক। যদি দীর্ঘ কাল যত্নের সহিত তদন্ত হয় তাহা হইলে কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর কোম্পানী হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমাকে বৎসরে চারি শতের অধিক এসেসমেণ্টের কাজ করিতে অন্ততঃ ৬ মাসের জন্য আমার অধীনে একজন কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, ২ জন কেরানী ১ জন কম্পটোমিটার অপারেটর এবং ১ জন ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে তজ্জন্য যাহা ব্যয় হইবে তাহা অপেক্ষা অধিক রাজস্ব ইহাতে আদায় হইবে। জটীল ব্যাপারের তদন্ত কার্য্যে সময় বেশী লাগে এবং অন্যত্র, বিশেষভাবে সেণ্ট্রাল সেকসনে, এই ধরণের মামলার অভাব নাই বলিয়া আমার মনে হয়। কোম্পানী আইন ও ইনকাম ট্যাক্স আইনের বিধান অনুযায়ী রেকর্ড সমূহ ১২ বৎসর রাখার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এই লিমিটেড কোম্পানী কেন তাড়াতাড়ি তাহাদের মামলার নিষ্পত্তির জন্য এত উদগ্রীব ইহার হেতু আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

'আপনার পত্রের শেষ প্যারাগ্রাফের উত্তরে এতদিনের মধ্যে কেন কোম্পানীর এসেসমেণ্ট সমাপ্ত হইল না তাহার কারণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি :—

(১) খাতাপত্র নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত না করায় কাজে অগ্রসর হওয়া যায় নাই। এজন্য উক্ত কোম্পানী-ই দায়ী।

(২) বিক্রয়ের ও ষ্টোরের রেজিষ্টার পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং উহাতে যে গাফিলতি রহিয়াছে তাহা কোম্পানীকে দেখান হইয়াছে। ৫ (২) ধারার উপধারা সমূহের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে না দেখাইয়া সমস্ত বিক্রয়, এমন কি ফ্যাক্টরীতে ব্যবহারের জন্য কেনা জিনিষপত্র ও প্যাকিং দ্রব্যাদি এক কলমের ভিতর দেখান হইয়াছে। ১-৪-৪৪ হইতে রেজিষ্টার্ড ডিলারের নিকট যে সব জিনিষ বিক্রি হইয়াছে তৎসম্পর্কে কোন সত্যপাঠ (declaration) নাই; কোম্পানী এখন উহা সংগ্রহ করিতেছেন। সংক্ষেপে এই বলা যায় যে সেল ট্যাক্স রিটার্ণের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্র অতি নৈরাশ্যজনক ভাবে রাখা হইয়াছে। কোম্পানীর প্রদত্ত বিবরণগুলিতে আরো যে ত্রুটী পাওয়া গিয়াছে তাহা ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় "এ" চিহ্নিত প্যারায় দেখান হইয়াছে।

(৩) অন্যান্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই কোম্পানীর যে সব বিকিকিনি আমার নজরে আসিয়াছে আমি সেগুলির নোট রাখিতেছি। এই সব বিক্রয়ের শতকরা অন্ততঃ ২৫টীর এবং কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পর সবগুলি বিক্রয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমি তদন্ত করিতে ইচ্ছা করি। এজন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ী সম্পর্কে এক একটি বিবরণ তৈরী করিতে হইবে। কর্ম্মচারীর অভাবে ইহা করা যায় নাই। বাড়ীঘর তৈরীর জন্য মালমসলা খরিদ ও ফ্যাক্টরীর প্রসার কার্য্যে কি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে তাহাও আমি পরীক্ষা করিতে চাই। আমি সংবাদ পাইয়াছি এই সব মালমসলা বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রিটার্ণে উহা ধরা হয় নাই। (এই কোম্পানীর পরিচালনাধীন একটি জুট মিলে এই ধরণের কারসাজি ধরা পড়িয়াছে।)

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

২৪শে এপ্রিল এস, ইউ, সি,-দিবসের আহ্বান

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

তন্ত্রের সংগ্রামে সর্ব্বহারা শ্রেণীর অগ্রদূত :—তোমার দলকে গড়ে তোলার জন্য সাম্যবাদী বিজ্ঞানের হাতিয়ার তুলে নাও। তোমার শ্রেণীর শত্রু সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও তার ভাড়াটে দালালদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামকে জোরদার কর। মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে গরীব চাষী ও দরিদ্র জনসাধারণকে তোমার শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত কর : এ যুগের মানুষ ধনবাদের গলিত আবেষ্টনী থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির পরিচালনার নায়কত্ব তোমারই হাতে। গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুর! তোমার জমি ও রুজীর সত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বার্থক করার জন্য সর্ব্বহারা মজুর শ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়াও। তোমার সাথে মজুরের বিপ্লবী বন্ধন জমিদারী—জোতদারীর দিন ধনবাদের শেষদিনের সাথে এক করে দাও। তোমাদের মিলিত গণমোর্চ্চা সমাজতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করুক। দরিদ্র জনসাধারণ

তোমাদের রুটি রুজী, নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও শান্তির অধিকার যে ধনিক মালিক শ্রেণী কেড়ে নিয়েছে, সেই ধনিক-মালিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তোমাদের মিলিত জেহাদ ঘোষণা কর। মুষ্টিমেয় ধনিক মালিক ও তাদের দালাল এবং ভাড়াটে গুণ্ডাদের ভয়ে বিব্রত হওয়ার কিছুই নেই। তোমাদের মিলিত শক্তিকে দানা বেঁধে তোল প্রতিটি কর্ম্মক্ষেত্রে। তোমাদেরই পাশে দেশের অগণিত গরীব, ভূখা চাসী, তাদেরও রুটি রুজীর সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তুলছে আর সবার উপরে মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত সমাজতন্ত্রের নায়ক সর্ব্বহারা শ্রেণী তোমাদের ডাকছে দিকে দিকে প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য।

ভারত ও পাকিস্তানের বাস্তহারার দল। ভারত বিভাগের পর হতে মানুষকে ভিটে মাটি ছাড়া করার যে চক্রান্ত আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে তার দিকে একবার তাকাও। দেখতে পাবে হিন্দু মুসলমানের গণ্ডী ছাড়িয়ে ধনিক মালিক শ্রেণী তাদেরই স্বার্থ কায়েম করার জন্য এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। ধনিক-মালিকের সরকার নিজেদের মুনাফার পাহাড় গড়তে গিয়ে দৈন্য ও বেকারী টেনে এনেছে তোমাদের উপর। তোমাদের অসন্তোষ যখন ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে ভাড়াটে গুণ্ডাদের লাগিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত করেছে সাধারণ মানুষের মন। সেই বিষাক্ত কালো বিষের আড়ালে ঢেকে খেলতে চাইছে তাদের রক্ত-চোষা চেহারা। একবার মনে করে দেখ কংগ্রেস ও লীগের প্রতিশ্রুতির কথা। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষমতা যে সরকারের নেই ছিটে ফোটা সাহায্যের জোরে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের আছে কি? তাই সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছাড়া রাস্তা ও প্রান্তরের মানুষ বাস্তহারার দল, তোমাদের দুর্দ্দশায় কুমীরের চোখের জলে যারা সমাধান দেখছে তার পরিবর্ত্তে আজ প্রয়োজন হয়েছে রাস্তায় ও প্রান্তরে নিজেদের সংগঠিত করার। এই দুর্দিনে বাঁচার জন্য প্রয়োজন দুর্যোগের দ্বার চিরতরে বন্ধ করা, আর তা একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথেই সম্ভব। তাই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার মজুর-চাষী গরীব জনসাধারণ, বাস্তহারা প্রভৃতি সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে সেই সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য নগরে নগরে বস্তিতে বস্তিতে মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে গ্রামে রাস্তায় ও প্রান্তরে সংগ্রামী 'গণকমিটী' গড়ে তোলার আহ্বাণ জানাচ্ছে। এ, এস ইউ, সি দিবসের তাৎপর্য্য ও সার্থকতা এইখানেই।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

বিহারে দুর্ভিক্ষের অবস্থা

কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির ব্যর্থতা

সরকারী পত্রিকাগুলিও অবস্থার গুরুত্ব স্বীকারে বাধ্য

কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছে বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা হবে না। অথচ দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট না হলে বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা ভিন্ন খাদ্য সমস্যা সমাধানের কোন পথই নেই। জনসাধারণকে নিরন্ন ও উপবাসী থাকতে হয় যে সরকারী নীতির ফল হিসাবে সে সরকারের টিকে থাকার ন্যায় সঙ্গত কোন অধিকারই নেই। কংগ্রেসী সরকারেরও সেই অবস্থা। প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই চূড়ান্ত খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে অথচ সরকারী কর্মকর্ত্তাও মন্ত্রীরা দিব্য নিশ্চিন্তে সময় কাটাচ্ছেন, সেই সংকট কাটাবার কোন চেষ্টাই করছেন না। জনসাধারণ খেতে না পেয়ে মরলেও তাঁদের কিছু আসে যায় না, তাঁদের মন্ত্রীত্ব কিংবা মোটা মাহিনের চাকুরী ঠিক থাকলেই হল। দয়া করে খবরে কাগজে দুএকটা বাণী আর বিবৃতি ছাড়া বিশেষ কিছু এ বিষয়ে করার আছে তা সরকার মনে করে না।

গুজরাট, রাজপুতনা, মাদ্রাজে খাদ্যাবস্থা এত সঙ্গীন যে বলা যায় না। খেতে দিতে না পারায় বাবা ছেলেকে কুপের মধ্যে ফেলে দিতে বাধ্য হয়। মাদ্রাজেও তাই। এবার আরম্ভ হয়েছে বিহারে। ভাগলপুর জেলায় চাল প্রতি মণ ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকা, গম ৩৬ টাকা, যব ২১ টাকা এবং ভুট্টা ২৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বহু গরীব ও মধ্য চাষী পরিবারকে ঘাস এবং বুনো ফল খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে; যার যা কিছু ছিল সমস্তই বিক্রি করে দিয়ে একমুঠো চাল বা গম কিনতে হচ্ছে অনেককেই। খাসিয়া ও সাহাবাদ অঞ্চলেও এই অবস্থা। কংগ্রেসী কাগজগুলি পর্য্যন্ত এই দুরবস্থার খবর চেপে রাখতে পারছে না। বিহারের সার্চ্চ লাইট পত্রিকার মত কংগ্রেসী জয়ঢাকও বলতে বাধ্য হয়েছে—"সাহাবাদের ইতিহাসে সারা জেলাকে কখনও এই রকম সংকটজনক অবস্থায় পড়তে হয় নি।"

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ অবস্থা চলবেই চলবে। যতদিন না জমিদারী জোতদারী প্রথার বিলোপ হচ্ছে, চাষীর হাতে জমি বিলি হচ্ছে, চাষীর পুরানো ঋণ মকুব করে বিনা সুদে নতুন কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ করা হচ্ছে এবং জমি কেনা বেচা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ততদিন ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থা দূর হবে না। আর কংগ্রেসী সরকার এগুলি করতে চাইবে না যতদিন না তাদের করতে বাধ্য করা হয়। চাষী ভাইদের বোঝা দরকার চিরকাল এই দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরার প্রতিকার হতে পারে আন্দোলন করে উপরোক্ত দাবীগুলি আদায় করতে পারলে। তাই সমস্ত চাষীভাইদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, প্রতিটি গ্রামে নিজেদের সংগঠিত করতে হবে, যুক্ত কিষাণ সভা ও অন্যান্য যে সমস্ত কিষাণ সংগঠন আছে তাদের মিলিত হবার জন্য চাপ দিতে হবে এবং এই মিলিত সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। সেই আন্দোলনে সফল হলে বর্ত্তমান দুঃখ দূর হবে। শ্রমিকের লড়াইএর সঙ্গে মজুরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে স্থায়ী সুখী সমাজ দেখা দেবে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৫ শে ও ২৬শে এপ্রিল, ১৩, একজিবিসন রো পার্কসার্কাস, কলিকাতায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক ক্লাস (Summer School of Politics) চলিবে। বিভিন্ন জিলা হইতে যে সমস্ত কমরেড স্কুলে যোগদান করিতে আসিতেছেন তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন কলিকাতায় পৌছাইয়াই কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা জানান। বাহিরের কমরেডদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় অফিসই করিবে।

অফিস সম্পাদক

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিকসন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত